দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 01 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

...র হাতে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী তুলে দিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
...সমাবর্তনে ড. ইউনূসের আগমনবিরোধী তিন ছাত্রকে আটক করে পুলিশ (নিচে) —জনকণ্ঠ

# বিশ্বজয়ী বাঙালী হতে চাই, ঢাবি সমাবর্তনে ডক্টর ডিগ্রী গ্রহণ করে ইউনূস

## আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ৪৩তম সমাবর্তন

*স্টাফ রিপোর্টার ॥ ব্যাপক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যদিয়ে বুধবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন। স্বাধীনতার পর চতুর্থবারের মতো জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজনে শেষ পর্যন্ত কোন সমাবর্তন বক্তা না থাকলেও প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নোবেল শান্তি বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নোবেল শান্তি বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ।*

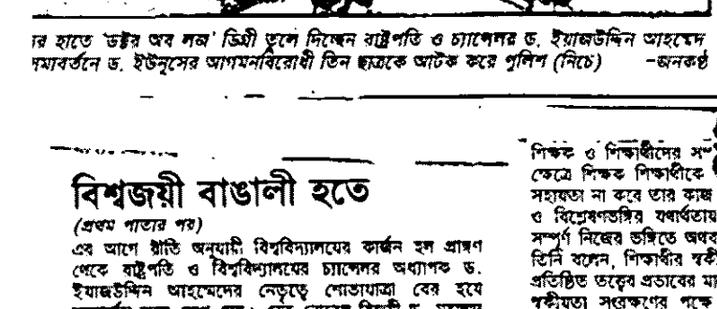

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন

## বিশ্বজয়ী বাঙালী হতে

(প্রথম পাতার পর)

এর আগে রীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল প্রাঙ্গণ থেকে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের হয়ে সমাবর্তন স্থলে যোগ দেয়। এতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রাজুয়েট, গবেষকরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী প্রদানের জন্য চ্যান্সেলরের সামনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম উপস্থাপন করেন। চ্যান্সেলর 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী তুলে দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে। পরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ৮টি অনুষদের পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত ৫১ জন এবং এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত ৩৯ জনকে ডিগ্রী প্রদান করেন। বিভিন্ন বিভাগের ৬৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ভাল ফলাফলের জন্য এবং ৭ জন শিক্ষককে তাঁদের অনন্য গবেষণাকর্মের জন্য স্বর্ণপদক দেয়া হয় এবারের সমাবর্তনে।

সম্মানসূচক ডিগ্রী পাওয়ার পর প্রায় আধ ঘণ্টার দীর্ঘ ভাষণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তা-দর্শনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারি স্বকীয় চিন্তা ও কর্ম যোগসৃষ্টির কারখানা হিসাবে। যা আমাদের নিয়ে যাবে বিশ্বজয়ে, আমরা হতে চাই বিশ্বজয়ী বাঙালী। তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা হয়ে পড়ছে বাস্তব চ্যালেঞ্জের ছোঁয়াবর্জিত— একেবারেই আপন বৃত্তের একটি ভুবন। তিনি পাঠ্যসূচীর বাইরে ইন্টার্নশিপের ধারণা প্রচলিত থাকার ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেন, পাঠ্যসূচীর বাইরে স্বেচ্ছাসেবী বা সবেতন নানা রকম কাজ করার অভ্যাস থাকত তবে এমনটি হতো না। নোবেল বিজয়ী তাঁর বক্তব্যে আবারও বললেন, সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যকে সবার আগে জাদুঘরে পাঠাতে হবে। মুহাম্মদ ইউনূস 'নিজের পৃথিবী নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার জন্য তরুণদের প্রস্তুত করে দিতে হবে' শিরোনামে এক দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শিক্ষক-ছাত্র করণীয়, তথ্য প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা, মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবসা বা সোশ্যাল বিজনেস এবং নলেজ সোসাইটি গড়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা পৃথিবী নামক গ্রহটি বসবাসের অযোগ্য করে ফেলছি। নেতিবাচক গতিটা ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে। দ্রুত সঙ্কটের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর মানুষ জেনেও না জানার ভান করছে। যেসব দেশের মানুষ সঙ্কট সৃষ্টির উপাদান যোগাচ্ছে তারা নিজেদের জীবন উপভোগ করার মধ্যে মেতে আছে, সঙ্কট ঠেকানোর ফলপ্রসূ কোন উদ্যোগ দানা বাঁধছে না। আমরা এই সঙ্কটের শিকার হব তাই আমাদের সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেন, প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের চিন্তার ধরন পাল্টে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রীতিনীতি পাল্টে দিচ্ছে। দু'দিন আগে যাকে অসম্ভব মনে করেছে দু'দিন পরই সেটা নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিক কাজে পরিণত করে দিচ্ছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী বলেন, প্রায় ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার স্বকীয়তা নিয়ে চিন্তা করতে সহায়তা না করে তার কাজ সহজ করার জন্য নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণভঙ্গির যথার্থতায় বেশি বিশ্বাসী বলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গিতে অথবা বইয়ের ভঙ্গিতে গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা সংরক্ষণ বনাম শিক্ষকের ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রভাবের মাত্রা বিতর্কে তিনি বরাবর শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা সংরক্ষণের পক্ষে। ড. ইউনূস বলেন, শিক্ষার্থীরা নিজের চোখের ওপর আস্থা হারিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নকল চোখ নিয়ে বের হয়ে আসছে। নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্যা যেটা অত্যন্ত সাদামাটা সমস্যা তাই এখন চোখ দিয়ে দেখে একটি জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। যে সমস্যা টোকা দিলে পড়ে যেত, তার জন্য কামান-বন্দুকের খোঁজাখুঁজি পড়ে যাচ্ছে। ড. ইউনূস শিক্ষক সম্পর্কে বলেন, প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের প্রতি অনুগত শিক্ষার্থী ভালবাসি। কেউ কেউ উঠাতে চাইলে প্রায় শিক্ষক বিরক্ত হন।

তত্ত্বজ্ঞানের সমালোচনা করে ড. ইউনূস বলেন, তত্ত্ব তৈরি হয় বাস্তবকে বুঝতে। বাস্তব আগে, তারপর তত্ত্ব। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তত্ত্ব মজবুত হয়ে পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে উল্টো বাস্তবকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হয়। তখন তত্ত্ব হয়ে যায় একটা ছাঁচ। তিনি সোশ্যাল বিজনেসের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, একবার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেলে মানুষ আরেকটি নতুন খাপে নিজেকে ঢোকাবার সুযোগ পাবে যেটা সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে। মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য যেমন বিনিয়োগ করবে, তেমনি কল্যাণের জন্যও বিনিয়োগ করবে। দেশে সোশ্যাল স্টক মার্কেট সৃষ্টি করতে হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা এখন নলেজ সোসাইটিতে বাস করছি। আজকের প্রযুক্তি বলছে, তোমার যদি জ্ঞান থাকে সেটিই যথেষ্ট, নলেজ সোসাইটির জন্য সেটিই বড় পুঁজি। আমাদের এই বড় পুঁজির খনি হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের মুক্ত চিন্তার ও কর্মযজ্ঞের ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করবে। স্বকীয় চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে এর নাড়ির যোগ প্রথম থেকেই থাকতে হবে। আমরা বাঁধাধরা কথার জাতি হতে চাই না, কর্মের জাতি হতে চাই।

রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় এখন জ্ঞানব্রতী মানুষই তৈরি করে চলেছে। যে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এই মানুষ অধিকহারে তৈরি হচ্ছে সেই দেশই এখন শ্রেষ্ঠ। তাই যুগের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ছাড়া দেশের দৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটবে না। উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জট প্রকট না হলেও উদ্বেগজনক। এতে শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে, সম্ভাবনাময় তরুণ জীবন থেকে অনেক মূল্যবান বছর ঝরে যাচ্ছে।

ড. ইয়াজউদ্দিন বলেন, ছাত্ররাজনীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিপরীতে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই সময়। রাজনীতি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি কোন্ অবস্থানে বিদ্যমান থাকবে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা দরকার। এই বিষয়ে তিনি রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুক্ত করার দাবি জোরের সঙ্গে শোনা গেলেও অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করার দাবি প্রবল নয়। শিক্ষক শিক্ষাদান করলেও তিনি শিক্ষার বিচারক একা হতে পারেন না। তিনি উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীকে মাধ্যম হিসাবে রাখার প্রসঙ্গে বলেন, মাতৃভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হবে, তবে ইংরেজীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাখার ব্যাপারে ভাবতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ সমাবর্তনে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন প্রোভিসি অধ্যাপক ড. ইউসুফ হায়দার। সমাবর্তন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ছয়টি অনুষদের ডিন। এর মধ্যে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ সমাবর্তনে যোগ দেননি। এবার সমাবর্তন বক্তা না থাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক কোন বক্তব্যও ছিল না সমাবর্তনে। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্কের দিকে দৃষ্টি না দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই বহুকাঙ্ক্ষিত আয়োজনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। এরপর বুধবার দিনভর ক্যাম্পাসজুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাবর্তনের আনন্দ বিরাজমান ছিল। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭ শ' ৫৫। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এদিকে সমাবর্তনে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আগমন ও 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রীপ্রাপ্তি নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি উত্থাপনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, সিনেটের ও সিন্ডিকেটের সদস্যরা সমাবর্তনে অংশ নেননি। সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন তাঁরা। অনুষ্ঠান চলাকালে সমাবর্তন স্থলের অদূরে দোয়েল চত্বর এলাকা থেকে বিক্ষোভরত তিন ছাত্রকে আটক করে পুলিশ। এদের একজন সমাবর্তন পোশাক পরিহিত গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী ছিলেন। ড. ইউনূসের ভাষণের সময় পিছনের সারি থেকে একে একে বেশ কিছু গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী উঠে যেতে থাকে। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, কূটনীতিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।